যায়যায়দিন

27 MAR 2008

নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করা অর্ধেক শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না

যাযাদি রিপোর্ট

নবম শ্রেণীতে যেসব শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছিল তাদের প্রায় অর্ধেকই এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। চলতি বছর এ স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৪৮.১৫ শতাংশ। নবম শ্রেণীতে মোট ১২ লাখ ৫৯ হাজার ১০৫ জন শিক্ষার্থী থাকলেও এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে মাত্র ৬ লাখ ৫২ হাজার ৬৩৪ জন।

শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার সর্বচেয়ে বেশি সিলেট বোর্ডে। এ বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৩ হাজার ৯৮৭ জন। আর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে মাত্র ১৬ হাজার ৫৪৬ জন। এ বোর্ডে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৬২.৩৮ শতাংশ।

ঢাকা বোর্ডে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ৫৪.১০ শতাংশ। ২০০৭ সালে এ হার ছিল ৫৩.১৯ শতাংশ। ঢাকা বোর্ডে নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৯৪ হাজার ৭৬০ জন। আর পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১ লাখ ৩৫ হাজার ২৮১ জন শিক্ষার্থী। রাজশাহী বোর্ডে ৩৮.৮৩, কুমিল্লা বোর্ডে ৫৯.২৮, যশোর বোর্ডে

পৃ ২ ››› ক ১

...তে রেজিস্ট্রেশন করা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

৪৯.৬৩, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৫১.৭২, বরিশাল বোর্ডে ৪৭.৩৫ এবং সিলেট বোর্ডে ৬২.৩৮ শতাংশ। আর মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ডে এ ড্রপ আউটের হার যথাক্রমে ৩৮.৬৭ এবং ৪৮.৯০ শতাংশ।

তবে বিভিন্ন বোর্ডে যেসব শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার আগেই ঝরে পড়ছে তাদের মধ্যে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার লক্ষণীয়। সারা দেশে ছাত্রী ঝরে পড়ার হার ৫৩.৪২ আর ছাত্র ঝরে পড়ার হার ৪২.৬৪ শতাংশ।

এ বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মনিরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, কেন এ স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে তা খুঁজে বের করার জন্য আমরা ১৬০ জন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার নানা কারণ বের হয়ে এসেছে। দেখা গেছে এ স্তরের শিক্ষার্থীদের ১০-১২ শতাংশ চলে যায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারিগরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চলে যায় আট শতাংশ শিক্ষার্থী। ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের কারণে ঝরে পড়ে আট শতাংশ শিক্ষার্থী। এছাড়া দরিদ্র অবস্থা, অসুস্থতা, মৃত্যু প্রভৃতি কারণে ঝরে পড়ে ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। বিদেশে চলে যায় ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী। আর নবম থেকে দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পায় না সাত শতাংশ শিক্ষার্থী। দশম শ্রেণীতে টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করে পাচ শতাংশ শিক্ষার্থী। মেয়েদের মধ্যে চার শতাংশের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না।

স্কুলগুলো কেন মিথ্যা রেজিস্ট্রেশন করছে এ প্রশ্নের উত্তরে মনিরুল ইসলাম বলেন, অনেক সময় এমপিওভুক্তির জন্য স্কুলগুলো বেশি শিক্ষার্থী দেখানোর জন্য ভুয়া রেজিস্ট্রেশন করে থাকে। তাছাড়া উপবৃত্তিসহ নানা সুবিধা নেয়ার জন্যও তারা এ কাজ করে থাকে। তবে বোর্ডের কঠোর সতর্কতার কারণে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন করা শিক্ষার্থীরা কখনই এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না বলে জানান তিনি। তিনি আরো জানান, শিগগির এসব স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে।

আগের বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে এমন শিক্ষার্থীদেরও এ বছর টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছে।

হঠাৎ করে এ রকম নিয়মের কারণে এ বছর অনেক শিক্ষার্থীই পরীক্ষা দিতে পারছে না। চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম বলেন, এসএসসি পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ তিন বছর। সুতরাং নীতিগতভাবে একবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এমন শিক্ষার্থীর আবার টেস্ট পরীক্ষা দেয়ার দরকার হয় না। তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরা সম্মিলিত হয়ে লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছি এসব শিক্ষার্থীদের আবার এসএসসির টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নেয়ার দরকার নেই। অচিরেই এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা হবে বলে জানান তিনি।